160166 - দশদনিরে বদলে দশ রাত্রি উল্লখে করার প্রজ্ঞাপূর্ণ কারণ কী?

প্রশ্ন

আমার জনকৈ আত্মীয়রে মনে এ প্রশ্নটরি উদ্রকে হয়ছে যে, আল্লাহ্ তাআলার বাণীত: "দশরাত্র" উল্লখে করার প্রজ্ঞাপূর্ণ কারণ কী? অথচ যলিহজ্জরে দশদনিরে ফযলিত দবিাভাগইে ঘটে থাক; রাত্রবিলোয় নয়। তবে নঃিসন্দহে আল্লাহ্র রয়ছে পরপিূর্ণ প্রজ্ঞা।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আল্লাহ্ তাআলা বলনে: وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ "শপথ ফজররে। শপথ দশরাত্ররি।"[সূরা আল-ফাজর (১০২)] আলমেদরে মাঝে মতভদে ঘটছে যে, শপথকৃত দশ দ্বারা উদ্দশ্যে কী:

১। জমহুর আলমেরে মত, সগেুলো যলিহজ্জরে দশদনি। বরং ইবনে জারীর (রহঃ) এই মর্মে ইজমা (ঐকমত্য) নকল করে বলছেনে য: "সগেুলো হচ্ছ— যলিহজ্জরে দশরাত্র; তা'বীলকারগণরে (তাফসরিকারগণরে) এই মর্মে ইজমা করার দললিরে ভত্তিতি।"[তাফসীরে তাবারী (৭/৫১৪) থকেে সংকলতি]

ইবনে কাছরি (রহঃ) বলনে: "দশরাত্র: এর দ্বারা উদ্দশ্যে হচ্ছ যলিহজ্জ মাসরে দশদনি; যমেনটি বলছেনে ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইবনুয যুবায়রে ও মুজাহদি প্রমুখ পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি আলমেগণ।"[তাফসরিে ইবনে কাছরি (৪/৫৩৫)]

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপতি হয়। সটেি হল: দনিগুলোকে রাত বলে উল্লখে করার প্রজ্ঞাপূর্ণ কারণ কী?

এ প্রশ্নরে উত্তর নম্নিোক্তভাবে দওেয়া যতেে পার:

এখানে দনিগুলো সম্পর্কে রাত শব্দ ব্যবহার করা হয়ছে। যহেতেু আরবী ভাষায় প্রশস্ততা রয়ছে। কখনও কখনও রাত শব্দ উল্লখে করে দনি উদ্দশ্যে করা হয় এবং দনি শব্দ ব্যবহার করে রাত উদ্দশ্যে করা হয়।

তবে সাহাবায়ে করোম ও তাবয়েীনদরে মুখে অধকি ব্যবহার হল: রাত শব্দকে দনি অর্থে ব্যবহার করা। যমেন তাদরে কথার মধ্যে এসছে: صمنا خمسا (আমরা পাঁচ রাত রোযা রখেছে)। যদওি রোযা দনিরে বলোয় রাখা হয়। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

বশে কছিু আলমে এ বষিয়টি উল্লখে করছেনে। তাদরে মধ্যে রয়ছেে ইবনুল আরাবী 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে (৪/৩৩৪) এবং ইবনে রজব 'লাতায়ফেুল মাআরফি' গ্রন্থে (৪৭০)।

২। কছিু কছিু আলমেরে মতে এবং সটেিও ইবনে আব্বাস (রাঃ) থকেে বর্ণতি: এখানে দশরাত দ্বারা উদ্দশ্যে হচ্ছ— রমযান মাসরে শষে দশরাত্রি। তারা বলনে: যহেতেু রমযানরে শষে দশরাত্ররি মধ্যে লাইলাতুল ক্বদর রয়ছেে। যে রাতরে ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা বলছেনে: "লাইলাতুল ক্বদর (ক্বদররে রাত) হাজার মাসরে চয়েে উত্তম"। তনিি আরও বলনে: “নশ্চিয় আমরা একে (এই কুরআন) নাযলি করছেি এক বরকতময় রাতে। নশ্চিয়ই আমরা সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যকে প্রজ্ঞাপূর্ণ নর্িদশে জারী করা হয়।”[সূরা দুখান, ৪৪:৩-৪]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) এ মতকে নর্িবাচন করছেনে; কনেনা আয়াতরে বাহ্যকিতার সাথে এটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

দখেুন: শাইখ উছাইমীনরে 'তাফসরিে জুয আম্মা'